

তোমার জন্নের আরো আঠারো বছর পরে যদি তুমি জন্ম নিতে,
তবে পৃথিবীটা বদলে যেতো মুহূর্তেই,
বদলে যেতো ডালবামার মরমুম,
শ্রাবণ ভেলায় চেপে বামস্তী ফাটুনে জমা পড়তো প্রেমের নিখিঁত জবানবন্দি,
যৌবনে রচিত হওয়া প্রতিটি গল্পগুচ্ছে স্তম্ভিত লেখা থাকতো পুনয়ের পুস্তাবনা।

রাস্তা কালীন অস্থিত স্বপ্ন শুন্যে আমলে কার পাঙনা ?
কার ঠোঁটে স্বপ্নের কাঁদতো হৃদয় অধর ?

শব্দে (Dyandha) আঁচড়

আরো আঠারো বছর পরে যদি জন্ম নিতে তুমি,

তবে ঠিক প্রেমে পড়তাম তোমার;

অমৃত দুঃখোদাশ্রয় হৃদয় জমা দিয়ে,

অপরাজিতা অর্পিতা

সারৎ আকাশের ঝিল্লি ঝিল্লি ঝিল্লি এক ঢুকরো মেঘে,
ছড়িয়ে দিতাম তোমার চিবুকের স্পন্দীয় আবেগ।

আইমফ্রিম ফ্রিম ফ্রিম গলা বিকোলে,

দূরত্ব করতাম তোমার বেয়াজ আবদার;

তোমার অবাধ্য আদরের নীলচে ডালবামা

আগলে রাখতাম শাড়ির কুচির ভাঁজে।

মিহিদানা বসিঁতে রিকমার হুড তুলে

কিংবা বুড়িগঙ্গার নৈশঃদে ডামতে ডামতে

অনাথামের প্রশ্নের দিগম দুখুঁমী ভরা জলজ আবেগ।

দুজাপতি ভাবনায়,

তোমার বাহুডোর ছাড়িয়ে,

এক ছুটে দালিয়ে যেতাম হিজলের বনে;

তোমার জন্নের ঠিক আঠারো বছর পরে

জন্ম নিতাম তোমার দক্ষম উপন্যাসে,

তোমার জন্নের ঠিক আঠারো বছর পরে,

যদি তুমি জন্ম নিতে। ”